

Visit [www.dorkar.blogspot.com](http://www.dorkar.blogspot.com) For More Download.

Join on facebook and get update: [www.facebook.com/hugecol](http://www.facebook.com/hugecol)

## আত্মার আতনাদ

আজ আমার প্রথম মৃত্যুবাষিকী । খুব অপেক্ষা করে আছি কাছের মানুষগুলো কি করে আজ দেখার জন্য ! স্বর্গ নরক কোথাও যেতে চাইনি এই প্রিয় মানুষগুলোকে ছেড়ে । তবু দেহটাকে শেষ করে দিলো মৃত্যুদূত,কিন্তু অনেক অনুরোধ করে অনুমতি নিয়েছি এই মনটাকে আর স্মৃতিগুলোকে জিইয়ে রাখার ,একটি বছরের জন্য ।আজ শেষ দিন । মৃত্যুর পরও কাছের মানুষগুলোর ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করার লোভটা সামলাতে পারছি না ।

কলেজে মিলাদের আয়োজন করেছে । পরীক্ষা রেখে বেশীরভাগ জুনিয়র মেয়েই যেতে চাচ্ছে না । ক্লাশমেটরা সবাই অবশ্য আসবে । সকাল থেকে এরা গম্ভীর মুখে ঘুরছে । বেশীরভাগই নাকি স্ট্যান্ডার্স আপডেট দিয়েছে আমাকে নিয়ে,অনেকে আবার আমার সাথে তোলা ছবি আপলোডও দিয়েছে ।যে যার সাথে দেখা হচ্ছে আমার কথাই আলোচনা হচ্ছে । অনেকটা এরকম-

- আজ তো আমার মৃত্যুবাষিকী ।মনে আছে ?
- মনে থাকবে না আবার,কাল থেকে শুধু ওর মুখটা মনে হচ্ছে !
- ভীষণ হাসিখুশী আর চঞ্চল ছিল ।এত খারাপ লাগছে !কোন পড়া পড়তে পারি নি ।
- আমিও না ।আজ আবার আইটেমও আছে ।তোদের ব্যাচে কতদূর গেলো রে ?
- খুব একটা হয়নি ।নতুন ম্যাডাম আসছে তো ।
- নতুন মিস্ কেমন রে ?কোন বই ফলো করায়.....

খুব কাছের যারা ছিল তারা অবশ্য সত্যিই পড়তে বসতে পারেনি । হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠছে । আমার দেয়া জন্মদিনের গিফটগুলো বের করছে । মোবাইলে গ্রুপ ছবিগুলো দেখে কত কাহিনী মনে পড়ছে ওদের । এইতো এই ছবিটাতে সমা নেই,এটা ও তুলে দিছিলো তারমানে এই ছবিটাতে সমাকে অনেক মোটা আসছিলো বলে কি চিন্তায়ছিলো যে কেন ফেসবুকে দিছি । ব্যাচ বর্ধাডে তে এই পোস্টারটা ওর বানানো ছিল ।

সবচেয়ে কাছের যেদুজন ছিলো এখানে,কাল রাত থেকে তারা সবার থেকে দূরে । একজন একটানা কাঁদছে ছাদে দাঁড়িয়ে ।এই ক্যাম্পাসে আসার পর থেকে আমরা একসাথে । পাশাপাশি রোল,পাশাপাশি বেড । একসাথে ছাড়া রুমে উঠবো না,তাই আমরা পুরো গণরুমে একলা থেকে গিয়েছিলাম । সারাটা দিন একটা আরেকটার পিছে লেগে থাকতাম ! কষ্ট হয় না রে ?!?

আগে তো ঘুম থেকে উঠে সবার আগে দেখতি আমি ঘুমাচ্ছি কিনা,ঘুমালে আবার তুই ও শুয়ে যেতি । এখন আর তোকে রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় ঘুম থেকে কেউ ডেকে তোলে না,তোকে কেউ তো আর এখন ধুমসি,মোটি বলে খেপায় না,তোকে নতুন কেউ প্রপোজ করলে সারাদিন সেটা নিয়ে তোর সাথে শয়তানি করে না,ভালো আছিস না বল ? তাইলে এসব ভেবে কাঁদছিস কেন রে বদ ? আরেকজন সকাল থেকে জায়নামাজে,দোয়া চেয়ে যাচ্ছে আমার আত্মার শান্তির জন্য কাঁদতে কাঁদতে,তোরা এত ভালোবাসলে কিভাবে তোদের ছেড়ে শান্তি পাবো বল ? শোন ,মাত্র তো দুটা বছর পরিচয় ,আগুস্তে আগুস্তে আমার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাবে ,তখন এত খারাপ লাগবে না ।

শেষবারের মতো আমার রুমটা হয়ে যাই । ও! জুনিয়র এক মেয়ে উঠছে দেখা যায় আমার বেডে । পড়ার টেবিলটা ঠিকমতো সেট করতে পারেনি,আমারটা ছিল জানালার পাশে,তাইলে পড়তে পড়তে আকাশ দেখা যেতো ! আর ঐখানে থাকতো আলমারিটা । কত আপন ছিল জায়গাটা । ক্লাশ শেষ করে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে যেতাম ।

ধ্যাৎ ! কি নোংরা করে রাখছে এই মেয়েটা ! যাক ! আমার আর মায়া রেখে কি হবে ! এটাতো এখন ওর

জায়গা,যা খুশী তা করবে ! কলেজ টা শেষবারের মতো ঘুরে যাই । কত স্মৃতির জায়গা এইগুলো ! ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা,মারামারি,জুটি দেখলে কमेंট করা,আবার মন খারাপ করে কখনো একাই এসে বসে থাকা । এখান থেকে দেখা যাচ্ছে জায়গাটা যেখানে ঘাতক ট্রাক কেড়ে নিয়েছিল আমাকে । সবার থেকে দূরে । প্রথমে অস্তিত্ব থেকে ,পরে মন থেকে ।

স্কুল কলেজের ফ্রেন্ডদের বেশিরভাগেরই মনে নেই । অনেকের আবার কারো স্ট্যান্ডার্স দেখে মনে পড়ে বড়সড় রকমের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে । বাদ দেই এদের কথা ।

এই একটা বছরে ও একটুও ভুলতে পারেনি আমাকে ! এখনো সকাল হলে ঘুম থেকে উঠে হাত বাড়ায় আমাকে ফোন দিয়ে উঠাবে বলে ! আমি আবার তার টোন না শুনে

উঠতাম না । যখন ঘুমের রেশটা কাটে শুরু হয়ে যায় । মোবাইলে আমার ছবি বের করে হাত বুলাতে থাকে আর তার চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় ভিজিয়ে দেয় আমাকে । তারপর ওর মা চলে আসলে চোখ মুছে উঠে যায়,সারাটাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার কথা ভেবে ভেঙে পড়ে । আমার মোবাইল নাম্বারে,ই-মেইলে এত বড় বড় ভালোবাসার কথা লিখে পাঠায় । কখনো বা গিয়ে বসে আমাদের দুজনের প্রিয় জায়গাগুলোতে । হাত দিয়ে স্পর্শ করে মাটিগুলো,আমার ছোঁয়া কি এখনো ধরে রেখেছে নাকি এই মাটি ? সে তো আর আমাকে তোমার মতো ভালোবাসেনি গো,তাই তো তোমার মতো আজো আগলে রাখে নি ! রাতে বাসায় ফিরে আর ভাইয়ের সাথে খুনসুটিতে মাতে না,নিজের মতো ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ে বা ছাদে চলে যায় ।

আচ্ছা,মানুষ মরে গেলে তো নাকি তারা হয়ে যায়,তুমি তারার মাঝে আমাকে খুঁজে পাও ? তাইলে উপরের দিকে চেয়ে কেন অভিযোগ করতে থাকো যে কেন তোমাকে একা রেখে চলে গেলাম,এমন তো কথা ছিলো না । ছেড়ে যেতাম না গো,কিন্তু মৃত্যুতো সব কথার উর্ধ্বে ,কি করবো আমি বলো ? এই একটা বছর ও তোমার পাশেই ছিলাম,প্রতিটা দিন তোমাকে শুধু কষ্ট পেতেই দেখেছি,আমার ভালোবাসার মানুষটা আমার জন্য এত কাঁদছে ,এই অপরাধবোধটা নিয়ে চলে যাচ্ছি । যাবার আগে তোমার হাতটা একবার ধরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সেই ক্ষমতা নিয়ে তো আসি নি গো । চলি ।

এই শোন ,আমি আজো তোমায় অনেক ভালোবাসি ।

আরেকজন ছিল আমার সুখ দুঃখের সাথী । বারটা বছর ধরে একসাথে ছিলাম । একসাথে বড় হয়েছি,একসাথে পড়েছি,একসাথে হেসেছি,একসাথে কেঁদেছি । খুব গর্ব করে সবাইকে বলতো,"আমি আর সমা জীবনেও আলাদা হবো না,দেখিস ।"

তোর কথার দামটা রাখতে পারিনি রে । অনেক অনেক ভালোবাসতো আমাকে । কিসে আমার ভালো,কিসে আমার খারাপ তা নিয়ে খুব ভাবতো । আমাকে এত ভালো বুঝতো ! হঠাৎ আমাকে হারিয়ে থেমে যায়নি ও,কিন্তু হাপিয়ে উঠেছে । এখন আর সারাদিনের কথা কাউকে বলতে পারেনা,এমনিতে চুপচাপ,আরো গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে । ওর সাথেও অনেক পাগলামী করতাম,অনেক ভুলভাল কাজ করে আশ্রয় নিতাম ওর কাছে,ও আগলিয়ে নিতো । আগে লম্বা চিঠি দিতো আমাকে ,আমিও দিতাম,সেগুলো খুব যত্ন করে পড়ে ,হাতের লেখা ছুঁয়ে আমাকে অনুভব করতে চায়,চোখের জলে চিঠি জায়গায় জায়গায় দাগ পড়ে গেছে । কিন্তু আমাকে হারিয়ে ওর মনে যে দাগটা পড়েছে সেটা তো আরো অনেক গাঢ়,এই জীবনেও তা মুছবে না । বাড়ি এসে এখন আর কোথাও ঘুরতে যায়না

একাক্ষিকশায় উঠলেই তো সব স্মৃতি জাপটে ধরে,তাই পালিয়ে বেড়ায় । তুইও ভালো থাকিস,সামনে তোর আরো অনেক সুখের দিন আসবে,থাকতে পারবো না তাই  
ঐদিনগুলোতে আমাকে ভেবে একটু কষ্ট পাস,বেশি না কিন্তু । কারণ কষ্ট নিয়েও কিভাবে হাসতে হয় আমি শিখিয়েছি না ?

এখন যাব আমাদের বাসায় ।যেখানে আমার মা-বাবা দেহটা নিয়ে শুধু বেঁচে আছে । কিন্তু মৃতপ্রায় । আমি মারা যাবার পর মা এখনো একটুও কাঁদে নি । কত চেষ্টা করলো সবাই,কিন্তু মা স্তব্ধ । আজো । শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ।বাবা চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে ,কারণ করবে আর । একমাত্র মেয়েকে মানুষ করতে সব কষ্ট করতো । এখন তো রিটার্ডেডের টাকাতেই বুড়োবুড়ির চলে যাবে । সারাদিন আমার রুমটাতে ঘোরাঘুরি করে । আমার বই,পুতুল,হারমনি,গিটার,কম্পিউটার সব কিছু মুছে প্রতিদিন । আমার বালিশটা কাছে নিয়ে গন্ধ নেয় । বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকে । এসে তার কান্না থামানোর কেউ নেই । এখন কেউ তো আর তার সাথে খবর দেখার সময় খেলা দেখার জন্য চিল্লায় না ,খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করে না ।বাবা আবার তোমার সাথে দুষ্টানি করতে মন চায়,তোমার আদর পেতে মন চায় । বাসায় একা একা সারাদিন ঘুরঘুর করে বাবাটা আমার । মার কাছে যায়,হাত বুলিয়ে দেয় মায়ের মাথায় । কাঁদতে কাঁদতে কত কথা বুঝায় ,কিন্তু মা স্তব্ধ ।

ঐদিনের পর থেকে একটি কথাও বলে নি,কাজের মহিলাটা গোসল করিয়ে দেয়,তরল খাবার খাইয়ে দেয়,মাঝে মাঝে গিলে,মাঝে মাঝে মুখে নিয়েই বসে থাকে ।তবে একটা কাজ করে,আমার ছবি নিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে । যে মেয়েকে কষ্টের ছাঁচটুকু লাগতে দাওনি সে আজ কতো কষ্ট দিচ্ছে তোমায় । মা গো পারিনি মানুষ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে,পারিনা তোমার শূণ্য কোল ভরিয়ে দিতে কিন্তু তোমাকে যে কাঁদাতে হবে ,নাইলে আমি চলে গিয়ে শান্তি পাবো না । তুমি তো মা,কাছে গেলে আমার অস্তিত্ব তুমি ঠিক বুঝতে পারবে ,তাই না ? এই ভেবে মায়ের পাশে গেলাম আমি ,খুব কাছে ,শুধু ছুঁতে পারলাম না । মা তবুও স্তব্ধ ,একটুপর যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো । তারপর চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠলো , "এই দেখো সমা আসছে,সমা আসছে,তুমি এসে দেখো সমা আসছে ।"

বাবার ছুটে আসার শব্দ পাচ্ছি । আমার কাজ শেষ ,আমাকে যেতে হবে মা ,আমি গেলাম ।

-পম্পি সাহা সমা

Visit [www.dorkar.blogspot.com](http://www.dorkar.blogspot.com) For More Download

Join on facebook and get update: [www.facebook.com/hugecol](http://www.facebook.com/hugecol)

**বইটি ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ**  
আমরা নিয়মিত বই আপলোড করছি। আরো আরো বই পেতে  
আমাদের ওয়েব সাইটে নিয়মিত ভিজিট করুন।

**সম্মানিত পাঠক,**  
অনেক কষ্ট করে যোগাড়/তৈরি করতে হয়  
বইগুলো। অনেক খরচেরও দরকার পরে।  
তাই, আমাদের সাইটে থাকা এ্যাড গুলোতে  
মাসে অন্তত দুইবার ক্লিক করার অনুরোধ  
রইলো।  
তবে মাসে চারটির বেশি ক্লিক করবেন না।  
আমাদের চতুরে আপনার পদার্পণ একান্তভাবে কাম্য।

**[www.dorkar.blogspot.com](http://www.dorkar.blogspot.com)**

**Download More E-Book,MP3,Video,Pictures**

**[www.dorkar.blogspot.com](http://www.dorkar.blogspot.com)**

**Save your data on searching!**  
Download Mobile Games,  
Software,Mp3,Video,  
Know your love %,Super image srarch etc..

**[www.only4u.mobspell.com](http://www.only4u.mobspell.com)**

**[www.dorkar.blogspot.com](http://www.dorkar.blogspot.com)**